দৈনিক
আজাদী
স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সংবাদপত্র
প্রতিষ্ঠাতা : আলহাজ্ব মোহাম্মদ আবদুল খালেক

বৃহস্পতিবার | ১ ডিসেম্বর ২০২২ | www.edainikazadi.net রেজি. নং-চ-৫৪ | ৬৩তম বর্ষ ৮৭ সংখ্যা | ১৬ অগ্রহায়ণ ১৪২৯ সাল | ৬ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪৪ হিজরি | ৮ পৃষ্ঠা | ৭ টাকা

প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটিতে ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের বিদায় ও বরণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন উপাচার্য ড. অনুপম সেন

প্রিমিয়ার ভার্সিটির অনুষ্ঠানে অনুপম সেন

তড়িৎ প্রকৌশলের মাধ্যমে ক্রমশ এগিয়ে চলেছে পৃথিবী

প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির দামপাড়া কেন্দ্রীয় অডিটোরিয়ামে ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের বিদায় ও বরণ অনুষ্ঠান গতকাল বুধবার অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন উপাচার্য প্রফেসর ড. অনুপম সেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. কাজী শামীম সুলতানা, ট্রেজারার প্রফেসর একেএম তফজল হক এবং প্রকৌশল ও বিজ্ঞান অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. তৌফিক সাঈদ। উপস্থিত ছিলেন প্রক্টর আহমদ রাজীব চৌধুরী। বিভাগের চেয়ারম্যান টুটন চন্দ্র মল্লিকের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি বলেন, ২০০৮ সালের জানুয়ারি মাসে প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটিতে ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সূচনা ঘটে। বিরাট অংকের অর্থ ব্যয় করে অনেক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করে এই বিভাগের উদ্বোধন করা হয়। তড়িৎ প্রকৌশল বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যার মাধ্যমে পৃথিবী ক্রমশ এগিয়ে চলেছে। তিনি বলেন, দ্বিতীয় শিল্পবিপ্লবের শুরু হয় বিদ্যুৎশক্তির আবিষ্কারের মাধ্যমে। বিদ্যুৎশক্তি বর্তমান বিশ্বের অভাবনীয় নাগরিকীকরণ ও উন্নয়নের প্রধান মাধ্যম।

ড. অনুপম সেন 'বিদ্যুৎ ছাড়া পৃথিবীর অগ্রযাত্রা অসম্ভব' উল্লেখ করে বলেন, বিশ শতকের সত্তর দশকের শুরুতে আরব-ইসরায়েল যুদ্ধের কারণে আরব দেশগুলো জ্বালানি তেলের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি করেছিল। ফলে উন্নত দেশগুলোসহ অনেক দেশে বিদ্যুৎ ঘাটতি দেখা দেয় এবং বিশ্বজুড়ে একই সঙ্গে মন্দা ও মূল্যস্ফীতি ঘটে। তখন বাংলাদেশে ক্ষমতায় ছিলেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি অত্যন্ত দূরদর্শিতার সঙ্গে বাংলাদেশে এই সংকটের মোকাবিলা করেন; এমনকি শিল্পেও অভাবনীয় উন্নয়ন ঘটান। তিনি ফিউশান এনার্জি নিয়েও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেন। তিনি 'বর্তমান বিশ্ব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিশ্ব' উল্লেখ করে বলেন, বাংলাদেশ অনেকদূর এগিয়েছে। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. কাজী শামীম সুলতানা বলেন, ৪র্থ শিল্পবিপ্লবের সুযোগকে ব্যবহার করতে হলে শিক্ষাজীবনে প্রকৌশলের জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি সমস্যা সমাধানের দক্ষতা, বিশ্লেষণাত্মক চিন্তাশক্তি, সফট স্কিল বৃদ্ধির দিকে শিক্ষার্থীদের জোর দিতে হবে। প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

Ref: Daily Azadi, Date: 01 December 2022, Page: 3, Col: 7
https://edainikazadi.net/index.php?page=1&date=2022-12-1

চট্টগ্রাম বৃহস্পতিবার ১ ডিসেম্বর ২০২২

দৈনিক পূর্বকোণ

মুজিববর্ষে দেশসেরা আঞ্চলিকের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত

রেজিঃ নম্বর-চ-৮৯ ।। ৩৭তম বর্ষ ২৮০তম সংখ্যা ।। ১৬ অগ্রহায়ণ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ ।। ৬ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪৪ হিজরি ।। Thursday 1 December 2022 ।। ৮ পৃষ্ঠার মূল্য ৭ টাকা

www.dainikpurbokone.net www.edainikpurbokone.net /DailyPurbokone /DailyPurbokone

প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটিতে ইইই বিভাগের বিদায় ও বরণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন উপাচার্য ড. অনুপম সেন

তড়িৎ প্রকৌশলের মাধ্যমে পৃথিবী ক্রমশ এগিয়ে চলেছে

প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির দামপাড়াস্থ কেন্দ্রীয় অডিটোরিয়ামে ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের বিদায় ও বরণ অনুষ্ঠান গতকাল বুধবার সম্পন্ন হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ইউনিভার্সিটির উপাচার্য প্রফেসর ড. অনুপম সেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. কাজী শামীম সুলতানা, ট্রেজারার প্রফেসর একেএম তফজল হক এবং প্রকৌশল ও বিজ্ঞান অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. তৌফিক সাঈদ। উপস্থিত ছিলেন, প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির প্রক্টর আহমদ রাজীব চৌধুরী। বিভাগের চেয়ারম্যান টুটন চন্দ্র মল্লিকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি প্রফেসর ড. অনুপম সেন বলেন, তড়িৎ প্রকৌশল বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যার মাধ্যমে পৃথিবী ক্রমশ এগিয়ে চলেছে। ড. অনুপম সেন বলেন, 'বিদ্যুৎ ছাড়া পৃথিবীর অগ্রযাত্রা অসম্ভব'। তিনি ফি-উশান এনার্জি নিয়েও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেন।

তিনি 'বর্তমান বিশ্ব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিশ্ব' উল্লেখ করে বলেন, বাংলাদেশ অনেকদূর এগিয়েছে। বিশ্ব আজ বাংলাদেশকে সম্মান দেয়, মর্যাদা দেয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে ধারণ করে বাংলাদেশ ক্রমশ এগিয়ে যাবে। সভাপতির বক্তব্যে বিভাগের চেয়ারম্যান টুটন চন্দ্র মল্লিক বলেন, শিক্ষার্থীদের অনেক স্বপ্ন থাকে। সেসব স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য সৃজনশীল হতে হবে, সঠিকভাবে অধ্যয়ন ও পরিশ্রম করতে হবে।-বিজ্ঞপ্তি

Ref: Daily Purbokone, Date: 01 December 2022, Page: 3, Col: 5
https://www.edainikpurbokone.net/index.php?page=1&date=2022-12-1

১০ বছরে
দৈনিক পূর্বদেশ
Dainik Purbodesh

বৃহস্পতিবার
চট্টগ্রাম
১ ডিসেম্বর ২০২২
১৬ অগ্রহায়ণ ১৪২৯
৬ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪৪
বর্ষ-১০, সংখ্যা-৩৩৯

পার্কভিউ হসপিটাল লিমিটেড
৯৪/১০৩, কাতালগঞ্জ রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম
24/7 চালু টেলিফোন ও মোবাইল নাম্বার সমূহ
টিএনটি ফোন নাম্বার: 02-334455071-6, 02-334451901-6
মোবাইল নাম্বার: 01976-022111, 01976-022333
info@phlctg.com | /parkviewhospitalctg | parkview.com.bd

শুভ সকাল
চালু হচ্ছে দেশের প্রথম সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতাল

দশ কথার এক কথা
ইরাককে রক্ষায় বুক পেতে দেবে ইরান: খামেনি

প্রতিষ্ঠাতা : আলহাজ মাস্টার নজির আহমদ
www.dailypurbodesh.com
৮ পৃষ্ঠা | ৭ টাকা

চট্টগ্রামে শনাক্ত ১,২৯,৫০৬ মৃত্যু ১,৩৬৮

শেষ পাতায়
১৫৭ টাকা দরেই সয়াবিন তেল পাচ্ছে টিসিবি

প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটিতে ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের বিদায় ও বরণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন উপাচার্য ড. অনুপম সেন

তড়িৎ প্রকৌশলের মাধ্যমে পৃথিবী এগিয়ে চলেছে : ড. অনুপম সেন

প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির দামপাড়াস্থ কেন্দ্রীয় অডিটোরিয়ামে ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের বিদায় ও বরণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। ৩০ নভেম্বর সকাল সাড়ে ১০টায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন উপাচার্য প্রফেসর ড. অনুপম সেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. কাজী শামীম সুলতানা, ট্রেজারার প্রফেসর একেএম তফজল হক এবং প্রকৌশল ও বিজ্ঞান অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. তৌফিক সাঈদ। উপস্থিত ছিলেন প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির প্রক্টর আহমদ রাজীব চৌধুরী। বিভাগের চেয়ারম্যান টুটন চন্দ্র মল্লিকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি প্রফেসর ড. অনুপম সেন বলেন, ২০০৮ সালের জানুয়ারি মাসে প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটিতে ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সূচনা ঘটে। বিরাট অংকের অর্থ ব্যয় করে অনেক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করে এই বিভাগের উদ্বোধন করা হয়। তড়িৎ প্রকৌশল বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যার মাধ্যমে পৃথিবী ক্রমশ এগিয়ে চলেছে। দ্বিতীয় শিল্পবিপ্লবের শুরু হয় বিদ্যুৎশক্তির আবিষ্কারের মাধ্যমে। বিদ্যুৎশক্তি বর্তমান বিশ্বের অভাবনীয় নাগরিকীকরণ ও উন্নয়নের প্রধান মাধ্যম। অষ্টাদশ শতকের বিশ্বে সক্রেটিস এলে, একটি গল্পে আছে, সেই বিশ্ব তাঁকে অবাক করতো না। কিন্তু বর্তমান বিশ্বের অভাবনীয় উন্নয়ন ও শিল্প-ঐশ্বর্যে তিনি অবাক হতেন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. কাজী শামীম সুলতানা বলেন, ৪র্থ শিল্পবিপ্লবের সুযোগকে ব্যবহার করতে হলে শিক্ষাজীবনে প্রকৌশলের জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি সমস্যা সমাধানের দক্ষতা, বিশ্লেষণাত্মক চিন্তাশক্তি, সফট স্কিল বৃদ্ধির দিকে শিক্ষার্থীদের জোর দিতে হবে। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে ট্রেজারার প্রফেসর একেএম তফজল হক বলেন, সবধরনের উন্নয়নের মূলে মানবিকতা। মানুষ যদি প্রকৃত মানুষ না হয়, সোনার মানুষ না হয়, মানবিক না হয়, বাংলাদেশকে সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তোলা খুবই কঠিন হবে। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে প্রকৌশল ও বিজ্ঞান অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. তৌফিক সাঈদ বিদায়ী শিক্ষার্থীদের বলেন, জীবনযুদ্ধ ও প্রফেশনাল লাইফে প্রবেশের জন্য তোমরা বিদায় নিচ্ছো। সুতরাং তোমাদের এই বিদায় আসলে একটি সংবর্ধনা। তোমরা ভবিষ্যতে কর্মজগতে সফল হও, তোমাদের অর্জিত শিক্ষা কাজে লাগাও, এই কামনা করি। প্রক্টর আহমদ রাজীব চৌধুরী নবীন শিক্ষার্থীদের কোড অব কন্ডাক্ট বিষয়ে জানান দেন এবং শৃঙ্খলার সঙ্গে অধ্যয়নের পরামর্শ দেন। সভাপতির বক্তব্যে বিভাগের চেয়ারম্যান টুটন চন্দ্র মল্লিক বলেন, শিক্ষার্থীদের অনেক স্বপ্ন থাকে। সেসব স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য সৃজনশীল হতে হবে, সঠিকভাবে অধ্যয়ন ও পরিশ্রম করতে হবে। বিজ্ঞপ্তি

Ref: Daily Purbodesh, Date: 01 December 2022, Page: 2, Col: 1
https://archive.epurbodesh.com/index.php?date=01-12-2022&page=2

চট্টগ্রাম • বৃহস্পতিবার • ১ ডিসেম্বর ২০২২ • ১৬ অগ্রহায়ণ ১৪২৯ • ৬ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪৪ | ৮ পৃষ্ঠা • মূল্য ৭ টাকা | চট্টগ্রাম • রেজি. নম্বর ৪৫০ • বর্ষ ১৯ সংখ্যা ১০৫

রূপান্তর নবযাত্রা

suprobhat.com | esuprobhat.com | facebook.com/suprobhat

প্রতিটি প্রভাত হোক সুপ্রভাত

সুপ্রভাত

সুপ্রভাত বাংলাদেশ | SUPROBHAT BANGLADESH

৩ 'তড়িৎ প্রকৌশলে পৃথিবী ক্রমশ এগিয়ে চলেছে'

৫ রপ্তানি হচ্ছে দেশের বিভিন্ন জেলায়

৬ ইরানকে হারিয়ে দ্বিতীয় রাউন্ডে যুক্তরাষ্ট্র

বিয়েতে 'হ্যাঁ' অভিনয়ে 'না'

ভারতের দক্ষিণী সিনেমার জনপ্রিয় অভিনেত্রী কীর্তি সুরেশ। তামিল ও তেলেগু সিনেমায় দেখা যায় সুদর্শনা-সুহাসিনী এই তারকার উপস্থিতি।

বিস্তারিত ▶ পৃষ্ঠা ৬

প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটিতে ইইই বিভাগের বিদায়-বরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন উপাচার্য ড. অনুপম সেন

'তড়িৎ প্রকৌশলে পৃথিবী ক্রমশ এগিয়ে চলেছে'

প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির ইইই বিভাগের বিদায়-বরণ

প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির দামপাড়ার কেন্দ্রীয় অডিটোরিয়ামে ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের বিদায় ও বরণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। ৩০ নভেম্বর সকালে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সমাজবিজ্ঞানী, একুশে পদকপ্রাপ্ত শিক্ষাবিদ ও প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির মাননীয় উপাচার্য প্রফেসর ড. অনুপম সেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. কাজী শামীম সুলতানা, ট্রেজারার প্রফেসর একেএম তফজল হক এবং প্রকৌশল ও বিজ্ঞান অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. তৌফিক সাঈদ। আরও উপস্থিত ছিলেন প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির প্রক্টর আহমদ রাজীব চৌধুরী। বিভাগের চেয়ারম্যান টুটন চন্দ্র মল্লিকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি প্রফেসর ড. অনুপম সেন বলেন, ২০০৮ সালের জানুয়ারি মাসে প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটিতে ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সূচনা ঘটে। বিরাট অংকের অর্থ ব্যয় করে অনেক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করে এই বিভাগের উদ্বোধন করা হয়। তড়িৎ প্রকৌশল বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যার মাধ্যমে পৃথিবী ক্রমশ এগিয়ে চলেছে।

তিনি আরও বলেন, দ্বিতীয় শিল্পবিপ্লবের শুরু হয় বিদ্যুৎশক্তির আবিষ্কারের মাধ্যমে। বিদ্যুৎশক্তি বর্তমান বিশ্বের অভাবনীয় নাগরিকীকরণ ও উন্নয়নের প্রধান মাধ্যম। অষ্টাদশ শতকে বিশ্বে সক্রেটিস এলে, একটি গল্পে আছে, সেই বিশ্ব তাঁকে অবাক করতো না। কিন্তু বর্তমান বিশ্বের অভাবনীয় উন্নয়ন ও শিল্প-ঐশ্বর্যে তিনি অবাক হতেন।

ড. অনুপম সেন 'বিদ্যুৎ ছাড়া পৃথিবীর অগ্রযাত্রা অসম্ভব' উল্লেখ করে বলেন, বিশ শতকের সত্তর দশকের শুরুতে আরব-ইসরায়েল যুদ্ধের কারণে আরব দেশগুলো জ্বালানী তেলের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি করেছিল। ফলে উন্নত দেশগুলোসহ অনেক দেশে বিদ্যুৎঘাটতি দেখা দেয় এবং বিশ্বজুড়ে একই সঙ্গে মন্দা ও মূল্যস্ফীতি ঘটে। তখন বাংলাদেশে ক্ষমতায় ছিলেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি অত্যন্ত দূরদর্শিতার সঙ্গে বাংলাদেশে এই সংকটের মোকাবিলা করেন; এমনকি শিল্পেও অভাবনীয় উন্নয়ন ঘটান। তাঁর মৃত্যুর ক'বছর পরেও বাংলাদেশের শিল্পে এমন উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব হয়নি।

তিনি ফিউশান এনার্জি নিয়েও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেন। তিনি 'বর্তমান বিশ্ব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিশ্ব' উল্লেখ করে বলেন, বাংলাদেশ অনেকদূর এগিয়েছে। বিশ্ব আজ বাংলাদেশকে সম্মান দেয়, মর্যাদা দেয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে ধারণ করে বাংলাদেশ ক্রমশ এগিয়ে যাবে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. কাজী শামীম সুলতানা বলেন, ৪র্থ শিল্পবিপ্লবের সুযোগকে ব্যবহার করতে হলে শিক্ষাজীবনে প্রকৌশলের জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি সমস্যা সমাধানের দক্ষতা, বিশ্লেষণাত্মক চিন্তাশক্তি, সফট স্কিল বৃদ্ধির দিকে শিক্ষার্থীদের জোর দিতে হবে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে ট্রেজারার প্রফেসর একেএম তফজল হক বলেন, সবধরনের উন্নয়নের মূলে মানবিকতা। মানুষ যদি প্রকৃত মানুষ না হয়, সোনার মানুষ না হয়, মানবিক না হয়, বাংলাদেশকে সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তোলা খুবই কঠিন হবে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে প্রকৌশল ও বিজ্ঞান অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. তৌফিক সাঈদ বিদায়ী শিক্ষার্থীদের বলেন, জীবনযুদ্ধ ও প্রফেশনাল লাইফে প্রবেশের জন্য তোমরা বিদায় নিচ্ছো। সুতরাং তোমাদের এই বিদায় আসলে একটি সংবর্ধনা। বিজ্ঞপ্তি

Ref: Daily Suprobhat Bangladesh, Date: 01 December 2022, Page: 3, Col: 2
https://esuprobhat.com/index.php?page=1&date=2022-12-1